তারিখ ... 17.1.85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

দৈনিক বাংলা

বিনামূল্যে বই দেয়ার কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রাথমিক পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। কর্মসূচী মোতাবেক ছাত্রছাত্রীদের যেসব বই পাবার কথা ছিল, দেশের অধিকাংশ স্কুলে সেসব বই সরবরাহ করা হয়নি। অন্যদিকে এসব বই কালোবাজারে প্রকাশ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

জানা গেছে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনী পোস্টার, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কাগজ প্রাপ্তিতে বিলম্ব প্রভৃতি

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

মূল্যে বই

(১ম পৃঃ পর)

অসুবিধার কারণে গত বছর টেক্সট বুক বোর্ড সময় মত বই প্রকাশ করতে পারেনি। ফলে বছরের শুরুতে বোর্ডের বই পাওয়া যায়নি। অথচ নগরীর বিভিন্ন বইয়ের দোকানে প্রকাশ্যে দ্বিগুণ দামে এসব বই বিক্রি হয়েছে। অতীতে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট বইয়ের সঠিক হিসাব না থাকায় বই কালোবাজারে চলে গেছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন।

জানা গেছে এবছর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য নতুন অংকের বই ছাপা হচ্ছে। পুরানো বই বাতিল করে নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর জন্য ৩২ লক্ষ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ২২ লক্ষ বই ছাপা হচ্ছে এই বিরাট সংখ্যক বই ছাপতে হয়েছে খুবই তাড়াহুড়ো করে। বই ছাপার জন্য বিদেশী সাহায্যে পাওয়া কাগজ পেতেও এবার দেরী হয়েছে। তাছাড়া কর্ণফুলী পেপার মিল থেকেও নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে অনেক দেরীতে কাগজ পাওয়া গেছে। ফলে বছরের শুরুতে বাংলা বইয়ের সাথে সেট বেধে অংকের বই সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

তৃতীয় শ্রেণীর বই ছাপতে অসুবিধা হয়েছে অন্যভাবে। জানা গেছে ডাক বিভাগের কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক বই ফেরত পাবার সম্ভাবনায় গত বছর বোর্ড তৃতীয় শ্রেণীর জন্য চাহিদা মাফিক পুরো ১৩ লক্ষ বই ছাপেনি। পরে বছরের শেষের দিকে ডাকঘর থেকে মাত্র ৩৪ হাজার পাঠ্যবই ফেরত পাওয়া যায়। যার মধ্যে মাত্র দুই হাজার ছিল তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যবই। ফলে বছরের শেষে নতুন করে ছাপার ব্যবস্থা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর ৭টা বইয়ের মধ্যে অংক, সমাজ পাঠ এবং ধর্মের বই ছাপার কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি।

জানা গেছে, জরুরীভাবে দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোতে বিতরণের জন্য যে বই হাতে আছে তাই পাঠাবার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ঢাকা শহরের কোন কোন স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ও চয়নিকা বই বিতরণ করা হয়েছে। পরে অংকের বই বের হলে সেগুলো দেয়া হবে।